কালের কণ্ঠ

১২ 24 MAY 2017 ৬

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

১৬ হাজার সহকারী শিক্ষক পাচ্ছেন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণে সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ১৬ হাজার শিক্ষককে চলতি দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা জেলার ৮৭ শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের চলতি দায়িত্ব দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এ তথ্য জানান। মন্ত্রী বলেন, মোট শূন্য পদের ৩৫ শতাংশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ হয়। আর সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে পদোন্নতি পায় বাকি ৬৫ শতাংশ।

সহকারী শিক্ষকদের চলতি দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে মন্ত্রী আরো বলেন, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ২১ হাজারের বেশি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। আমরা ৬৫ শতাংশ দিতে পারব, যা সংখ্যায় ১৬ হাজার। পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির হওয়ায় এ তালিকা আমরা পিএসসিতে পাঠাব। আপাতত কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য যাঁদের তালিকা পাঠানো হবে তাঁদেরই চলতি দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন বৈষম্যের ব্যাপারে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এ জন্য একটি কমিটিও করা হয়েছে।'

> মোট শূন্য পদের ৩৫ শতাংশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ হয়। আর সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে পদোন্নতি পায় বাকি ৬৫ শতাংশ

জানা যায়, প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় সরকারি অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। পদোন্নতির জন্য কিছু জেলার শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতার তালিকা করে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে (পিএসসি) পাঠানো হয়েছে। সব জেলা থেকে তালিকা পাওয়ার পর পদোন্নতি দেবে পিএসসি। প্রক্রিয়াটি সময় সাপেক্ষ। কিন্তু মাঠপর্যায়ে প্রধান শিক্ষকের বেশির ভাগ পদ শূন্য থাকায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাহত হচ্ছে প্রশাসনিক কাজও। তাই চলতি দায়িত্ব দেওয়ার এ সিদ্ধান্ত নিল মন্ত্রণালয়।

সর্বশেষ ২০১৩ সালে নিয়োগ হয় দুই হাজার ৪৯ জন প্রধান শিক্ষক। তবে মামলার কারণে দীর্ঘদিন ধরে সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতি দিয়ে প্রধান শিক্ষক করা যাচ্ছিল না। গত বছর মামলা নিষ্পত্তি হলেও ইতিমধ্যে প্রধান শিক্ষক পদটি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়। ফলে পদোন্নতির বিষয়টিও চলে যায় পিএসসির হাতে। পিএসসির মাধ্যমে পদোন্নতিতে দেরি হওয়ায় আপাতত চলতি দায়িত্ব দিচ্ছে মন্ত্রণালয়।

গত বছরের ১০ আগস্ট ৩৪তম বিসিএস থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির এই চাকরিতে ৮৯৮ জনকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করে পিএসসি। এখনো ওই ৮৯৮ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান রয়েছে বলে জানা যায়।

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আতিকুর রহমান প্রমুখ।